BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৭

Lecture Content

☑ স্নায়ুযুদ্ধ-১:

✓ স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী মাত্রা, ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল প্লান, Cominform, Comecon, ব্রাসেলস্ চুক্তি, Warsaw Pact, SEATO, CENTO, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আইজেনহাওয়ার মতবাদ, বার্লিন সংকট, কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট প্রভৃতি।

Content Discussion

শিক্ষক বিসিএস সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

স্নায়ু যুদ্ধের পরবর্তী মাত্রা

Rising of Mikhail Gorbachev (গর্ভাচেভের উত্থান):

গর্ভাচেভ ১৯৮৫ সালের ১১ই মার্চ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি দ্রুত সোভিয়েতের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি "অখন্ড ইউরোপের স্বপ্নদ্রষ্টা" হিসেবে ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

- যোসেফ স্টালিনের প্রর্বতিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বদলে "৫০০ দিনের পরিকল্পনা" এর মাধ্যমে তিনি সমাজতন্ত্রের ভিত্তি কিছুটা নড়াতে সক্ষম হন।
- সোভিয়েতে কট্টর রেশনভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে "বাজারভিত্তিক অর্থনীতি" প্রবর্তন করে কমিউনিস্ট বিরোধী আগ্রহ সৃষ্টিতে সমর্থ হন।
- সমগ্র ইউরোপে একত্রীকরণ করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি সোভিয়েতকেও পুঁজিবাদি রাষ্ট্র করার ইঙ্গিত প্রদান করেন।
- রাশিয়ার অধীনে থাকা বাকি ১৪টি রাষ্ট্র গর্ভাচেভের কথায় চরম সর্মথন প্রদান করে এই স্বার্থে যে, গর্ভাচেভের মাধ্যমেই তাদের রাশিয়া থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হওয়া সম্ভব।

Glasnost :

খোলামেলা আলোচনা:

কমিউনিস্টদের রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো তারা অতি সমালোচক। কিন্তু কোন সমাধানের পথ বের করার যোগ্যতা তাদের কোনো কালেই দৃষ্টিগোচর হয়নি। তারা অনেকটা ইউটোপিয়া বা কাল্পনিক সমাজের মোহে আবিষ্ট বলে পশ্চিমারা তাদের সমালোচনা করে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা কোনো সমালোচনা কোন ভাবেই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। শুধু কর্পোরেট ফার্মে কাজ না করতে চাওয়ার কারণে স্ট্যালিন বহু সংখ্যক কৃষককে গুলি করে মেরেছেন। কয়েক লক্ষ মানুষ গোপনে ও প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রের ছোট্ট বিরোধীতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। ১৯৮৯ সালে তিয়েন আন মেন স্কয়ারে গণতন্ত্রের দাবিতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি করে হাজার হাজার ছাত্রকে হত্যা করে চীনা কমিউনিস্ট সরকার দে জিয়া পিং। তাই ইচ্ছা থাকলেও কেউ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায়নি।

কিন্তু ১৯৮৬ সালে গর্ভাচেভ সোভিয়েত ভাঙ্গার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি গ্লাসনস্ত নামক খোলামেলা আলোচনা চালু করলে সমাজের প্রায় সকল শ্রেণি কমিউনিজমের তীব্র সমালোচনা শুরু করে। এতে সমাজতন্ত্র ভাঙ্গনের পথ সোজা হয়ে যায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নীতির প্রবক্তা কে?**
ক. মিখাইল গর্বাচেভ খ. জোসেফ স্টালিন
গ. চার্চিল ঘ. নিকোলাস **ক**

২. **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তক কে?**
ক. চার্চিল খ. মিখাইল গর্বাচেভ
গ. জোসেফ স্টালিন ঘ. রুজভেল্ট **গ**

৩. **'Cold War' হচ্ছে**
ক. শীতকালীন যুদ্ধ খ. যুদ্ধের নাম
গ. স্নায়ুযুদ্ধ ঘ. যুদ্ধবিরতি **গ**

৪. **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে কোন দেশ?**
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. রাশিয়া
গ. চিন ঘ. বাংলাদেশ **খ**

৫. **'গ্লাসনস্ত নীতি' কোন দেশে চালু হয়েছিল?**
ক. চীন খ. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
গ. হাঙ্গেরি ঘ. পোল্যান্ড **খ**

Globalization

- বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসের City State বা নগর রাষ্ট্র এথেন্সে।
- প্রাচীন গ্রিসকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাত্রাও এখান থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সূচিত হয়।
- ১২১৫'র ম্যাগনাকার্টা নামক ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল গৃহীত হয় রাজা জনের সময়।
- এর পূর্বে ইউরোপের রাজাকে **God's Representative** বা স্রষ্টার প্রতিনিধি মনে করা হতো।
- ম্যাগনাকার্টাতে লেখা ছিল: A King Can Do No Wrong.
- ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের **Glorious Revolution** এর মাধ্যমে ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ পার্লামেন্টের হাতে চলে যায়।
- বিশ্বের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন স্যার রবার্ট ওয়ালপল।
- চর্তুদশ শতকে ইতালির ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁ বা পূনর্জাগরণের মাধ্যমে বিশ্বে নতুন করে মুক্ত বুদ্ধির যাত্রা শুরু হয়।
- ১৭৪০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে Industrial Revolution এর যাত্রা শুরু হয়ে জার্মানিতে শেষ হয়।
- ১৬৮৯ সালে নাগরিক অধিকারের সনদ হিসেবে বৃটিশ **Bill of Rights** গৃহীত হয়। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে বৃটেনে।
- ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই সাম্য-ভাতৃত্ব-স্বাধীনতার ব্যানারে ১৬ষোড়শ লুইকে বাস্তিল প্রাসাদ থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে French Revolution এর মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
- Rousseau বলেন "The man are born free but everywhere he is in chain"
- ম্যান অব ডেস্টিনি, ম্যান অব লিটল কর্পোরাল, চাইল্ড অব ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলেশন উপাধি ছিলো নেপোলিয়নের।
- নেপোলিয়ান ইতালির কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সের কনস্যুলেটর হন। তিনি ১৮০৪ সালে সম্রাট উপাধি লাভ করেন।
- নেপোলিয়ান ১৮১৫তে বেলজিয়ামের ওয়াটার লু গ্রামের যুদ্ধে বৃটেনের ডিউক অব ওয়েলিংটন (আর্থার ওয়েলেসলি) এর নেতৃত্বে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হন।
- ফরাসি বিপ্লবের শিশু নামে পরিচিত নেপোলিয়ান আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে ১৮২১ সালে মারা যান।
- বিখ্যাত 'ষাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের লেখক ১৮১৮ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী কার্ল মার্কস।
- ১৮৪৮ সালে তার বন্ধু ফ্রেডরিক এঞ্জেলস্ এর সাথে সমাজতন্ত্রের বাইবেল নামে খ্যাত "কমিউনিস্ট মেন্যুফেস্ট" বা সমাজতান্ত্রিক ইশতেহার প্রদান করে সাম্যবাদের কথা বলেন।
- Mode of Production, Surplus Value, Class Struggle, Anomic, Alienation, Socialism প্রভৃতির জনক।
- রাশিয়ার সম্রাটদের বলা হত জার।
- প্রথম পিটার দি গ্রেট, ফ্রেডরিক দি গ্রেট, ক্যাথেরিন দি গ্রেটকে বলা হত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারি।
- জারদের প্রতীক ছিল ঈগল।
- ১৮৫৪-৫৬ সালে রাশিয়ার সাথে তুর্কিদের ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প) নার্সিং এর প্রর্বতন করেন।
- রুশ রেভ্যুলেশন, কমিউনিস্ট রেভ্যুলেশন, মার্কসবাদী রেভ্যুলেশন, সমাজতান্ত্রিক রেভ্যুলেশন, সর্বহারা রেভ্যুলেশন, অক্টোবর রেভ্যুলেশন, সাম্যবাদী রেভ্যুলেশন প্রভৃতি নামেও রাশিয়ার এই আন্দোলন পরিচিত।
- ১৮ মার্চ ১৯১৮ সালে রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাড থেকে মস্কোতে স্থানান্তর করা হয়।
- ১৯২১ সালের International Communist Conference মাধ্যমে United Socialistic Soviet Republic (USSR) নামটি গ্রহণ করা হয়।
- ১৯২৪ সালে লেলিন মারা যান এবং ক্ষমতায় আসেন স্ট্যালিন।
- উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জনক রাশিয়া। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করেন স্ট্যালিন। ১৯৪৫ সালে ইউক্রেনের ইয়াল্টায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ইয়াল্টা সম্মেলন থেকে বিশ্ব ও জাতিসংঘে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকার নিয়ে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বে Cold War বা স্নায়ু যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।
- বিশ্বের একমাত্র আনবিক বোমার মালিক ছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৪৯ সালে রাশিয়া পারমাণবিক বোমার সফল বিস্ফোরণ চালালে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলো চরম ভীত হয়ে আমেরিকার সাথে উত্তর আটিলান্টিক নামক সামরিক চুক্তি করে, যার নাম NATO।
- ১৯৪৯ সালে উত্তর আটলান্টিক নামে সামরিক চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো গঠন করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক জোট ন্যাটো।
- বর্তমানে ন্যাটের ৩০টি সদস্য রাষ্ট্র আছে। ন্যাটোর ২টি মুসলিম সদস্য - (তুরস্ক ও আলবেনিয়া)।
- ন্যাটোতে ইউরোপের বাইরের রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।
- ন্যাটোর একমাত্র ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র 'ইউরোপের রুগ্ন মানব' তুরস্ক।
- ৪ই এপ্রিল ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাটোর সদর দপ্তর পূর্বে ছিল প্যারিস। ১৯৬৬ সালে সেটি ব্রাসেলস এ নিয়ে যাওয়া হয়।
- ন্যাটোর বর্তমান প্রধান নরওয়ের জন স্টলেনবার্গ।
- ১৯৪৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ চীন মাও সে তুং এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলে রাশিয়ার শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।
- ১৯৬৬ সালে মাও সে তুং এর বিতর্কিত সাংস্কৃতিক সংস্কার এবং গণতন্ত্রের দাবিতে তিয়েন আন মেন স্কয়ারে ১৯৮৯ সালে ছাত্র জনতা একত্রিত হয়ে মিছিল করলে মিছিলে গুলি করে আনুমানিক সাড়ে ৩ হাজার ছাত্র হত্যা করা হয়।

- ১৯৫০ সালে কোরিয় যুদ্ধে উ. কোরিয়া চীনের এবং দ. কোরিয়া জাতিসংঘের ব্যানারে যুদ্ধ করে।
- মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থারের বাড়াবাড়ির কারণে এই যুদ্ধে চীন উত্তর কোরিয়ার সাথে যোগ দেয়। চীনকে সর্মথন দেয় রাশিয়া।
- ১৯৫৩তে শেষ হওয়া এই যুদ্ধে ৩৮° রেখা বরাবর পানমুনজান গ্রামকে নো-ম্যান্স ল্যান্ড করে দুই কোরিয়াকে বিভক্ত করা হয়।
- উ. কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক ও দ. কোরিয়া পুঁজিবাদি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কোরিয়া জাপানের অধীনে ছিল।
- দুই কোরিয়াকে একত্রিত করার জন্য দ. কোরিয়া কিম দায়ে জং সান সাইন পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।
- বিশ্বের অষ্টম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ উত্তর কোরিয়া।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইন্দোচীন অঞ্চল ফ্রান্সের অধীনে ছিল।
- ১৯৪২ সালে জাপান এই অঞ্চল দখল করে।
- ১৯৪৫ সালে জাপান পরাজিত হয়, তখন চীনের সর্মথন নিয়ে হো চি মিন প্রেসিডেন্ট হলে ফ্রান্স আবার এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রন নিতে আসলে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বাঁধে।
- কোরিয়া যুদ্ধে চীন ভিয়েতনামকে এবং মার্কিনীরা ফ্রান্সকে সহায়তা করলে এটি বৈশ্বিক যুদ্ধে রুপ লাভ করে।
- ১৯৫৪তে রাশিয়া-চীনের সহায়তাতে ভিয়েতনামের ডিয়েন বিয়েন ফুতে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে ১৭° ভৌগোলিক রেখা বরাবর দুই ভিয়েতনাম বিভক্ত হয়।
- ১৯৫৬ সালে দুই ভিয়েতনাম একত্রিত থাকার কথা থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তর ভিয়েতনামের হো চি মিন সরকারের যুদ্ধ বেধে যায়।
- ১৯৭৫ সালে এই যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন ৫৮,০০০ মার্কিন সৈন্য মারা যায় এবং ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম এক হয়।
- ১৯৫৯ সালে কিউবাতে স্বৈরশাসক জেনারেল বাতিস্তাকে সরিয়ে ফিদেল ক্যাস্ত্রো ১৯৬০ সালে কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করে।
- এতে কিউবাতে সোভিয়েত মিসাইল স্থাপন করা নিয়ে ১৯৬২ সালে বিখ্যাত কিউবা মিসাইল ক্রাইসিসে প্রায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেই গিয়েছিল।
- কিউবার বিখ্যাত ক্ষেপণাস্ত্র সংকট বাধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ও রুশ প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভের মধ্যে।
- এর মাধ্যমে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ১ম হটলাইন স্থাপিত হয়।
- ন্যাটোকে মোকাবিলা করার জন্য রাশিয়া ১৫ই মে ১৯৫৫ তে ৮টি রাষ্ট্র নিয়ে ওয়ারশ নামক সামরিক জোট গঠন করেছিল। মস্কোতে সদর দপ্তর করা এই জোটটি ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ভাঙ্গার সাথে সাথে ভেঙ্গে যায়।
- বাল্টিক থেকে আড্রিয়াট্রিক সাগর পর্যন্ত পুঁজিবাদি পশ্চিম ও সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। একে আয়রন কার্টেল বা লৌহ-যবনিকা বলা হয়।
- ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানে প্রবেশ করানোই ছিল সোভিয়েতের সবচেয়ে বড় ভুল।
- কারণ এতে মুসলিম বিশ্ব সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চলে গেলে উসামা বিন লাদেন, আহম্মেদ শাহ মাসুদ, বুরহান উদ্দীন রাব্বানি, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়া প্রভৃতিদের নেতৃত্বে ১৯৮৯ সালে আফগান থেকে মুসলিম জঙ্গীদের মার খেয়ে রাশিয়া বিতাড়িত হলে তার পতন তরান্বিত হয়।
- ১৯৮৫ সালে প্রেসিডেন্ট হন এক ইউরোপের স্বপ্নদ্রষ্টা, ৫০০ দিনের পরিকল্পনার জনক, সোভিয়েত বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা মিখাইল গর্বাচেভ।
- তিনি ১৯৮৫-৮৬তে Glasnost বা খোলামেলা আলোচনা এবং ১৯৮৭তে পেরেস্ত্রইকা বা অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করলে সবাই সমাজতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে থাকে।
- আফগানের কাছে সোভিয়েতের পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার শক্তি সর্ম্পকে তার অধীনে ১৪টি রাষ্ট্র সন্দিহান হয়ে পড়ে।
- তারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করলে আনুষ্ঠানিকভাবে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।
- স্নায়ুযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বি-মেরু বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদ নির্ভর এক মেরু বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হয়।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সর্বশেষ এবং গণতান্ত্রিক রাশিয়ার সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন।
- দ্বি-মেরু বা পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ অথবা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বদলে ১৯৯১ এর পর মার্কিন নিয়ন্ত্রনে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ নির্ভর যে একক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তাকে **New World Order** বলে।
- মার্শাল ম্যাকলুহান তার **The Understanding Media** গ্রন্থে বলেন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বিশ্ব এখন এত ছোট হয়ে গেছে যে, কয়েক সেকেন্ড এর মধ্যে বিশ্বের সব স্থানে যোগাযোগ করা যায়।
- তাই তিনি বিশ্বকে **Global Village** নামে আখ্যায়িত করেছেন।
- বিশ্বের মানুষের ক্রমাগত বিশ্বের একক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ততাকে তিনি **Globalization** নামে আখ্যায়িত করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. The Understanding Media গ্রন্থটি কার?
ক. মার্শাল ম্যাকলুহান খ. স্টালিন
গ. জোসেফ মার্শাল টিটো ঘ. ট্রুম্যান **ক**

২. কত সালে কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হয়?
ক. ১৯৫৬ খ. ১৯৬০
গ. ১৯৫০ ঘ. ১৯৫৩ **গ**

৩. ম্যাগনাকার্টা কত সালে প্রণীত হয়?
ক. ১২১৫ খ্রি. খ. ১২১০ খ্রি.
গ. ১২২৫ খ্রি. ঘ. ১২১২ খ্রি. **ক**

৪. 'Bill of Rights' কত সালে গৃহীত হয়?
ক. ১৭৮৭ খ. ১৬৮৯
গ. ১২১৫ ঘ. ১৮১৫ **খ**

৫. কত সালে ওয়াটার লু যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক. ১৮১৫ সালে খ. ১৮১২ সালে
গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৮২০ সালে **ক**

ট্রুম্যানের নীতি (Truman's Doctrine)

১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ভাষণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধের নীতি ঘোষিত হয়। তিনি গ্রিস এবং তুরস্কে কমিউনিস্ট প্রভাব ধ্বংস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নির্মূল করার জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দান এবং সামরিক মিশন প্রেরণের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন দাবি করেন। স্বাধীন দেশসমূহ তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মার্কিন সাহায্য প্রত্যাশী। ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, যে সব স্বাধীন মানুষ দেশের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংখ্যালঘু এবং বাইরের চাপ প্রতিরোধ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। ট্রুম্যান নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পারস্য অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব প্রতিরোধের নামে ইরানের তৈল-সম্পদকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি মূলত খনির তেলকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়। ট্রুম্যান- এর মতে, যুদ্ধে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাশিয়া বা ইরানের তেল-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়, তাহলে বিশ্বে কাঁচামালের ভারসাম্য বিশেষভাবে পরিবর্তিত হবে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা একটি বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ট্রুম্যান বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বলেন।

প্রথমত, যেখানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আগ্রাসনের ফলে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে, সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসবে। ট্রুম্যানের এই ঘোষণা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি ছিল। মতাদর্শগত বিরোধের মাধ্যমে বিশ্ব যে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়, তার ধারণা ঐ ঘোষণায় নিহিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, ট্রুম্যান নতুন নীতির মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে, মার্কিন হস্তক্ষেপ ও সক্রিয়তা কেবল গ্রিস এবং তুরস্কেই সীমিত থাকবে না। ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, ইতালি এবং জার্মানির দুর্বলতা ও সংকটের ফলে যে পরিস্থিতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই শূন্যতা পূরণের মাধ্যমে ইউরোপে তার প্রভাবের এলাকাকে বৃদ্ধিতে আগ্রহী।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'শক্তির অবস্থান' (Position of Strength) থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরোধে বদ্ধ পরিকর।

চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের ওপর আস্থা স্থাপন না করে এককভাবে নিজের শক্তির উপর নির্ভরশীলতা ঘোষণা করেছে। সে নিজেকে বিশ্বের স্ব-নির্বাচিত অভিভাবকে পরিণত করেছে।

ট্রুম্যানের ঘোষিত নীতি মূলত চার্চিলের ফুলটন ভাষণের ব্যবহারিক দিক। গ্রিস ও তুরস্ককে সাহায্য দানের দাবি জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩,৪১,০০,০০,০০,০০০ ডলার ব্যয় করেছে। এ বিনিয়োগ হলো বিশ্বের স্বাধীনতা এবং শান্তির জন্য। গ্রিস এবং তুরস্কের জন্য আমি যে সাহায্যের সুপারিশ করছি, তা ঐ বিনিয়োগের এক-দশমাংশের একটু বেশি। এটা সাধারণ ধারণা যে, আমরা বিনিয়োগ করবো এবং তা যেন ব্যর্থ না হয় তার চেষ্টা করবো। এই মুহূর্তে প্রত্যেক জাতিকে দুটি জীবনধারার মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে।"- Congressional Record, Vol 93, 47, March 12, 1947, P-2000.

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

সাম্যবাদকে প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্যকরুপে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, ইউরোপ এবং অন্যত্র সাম্যবাদের প্রভাব এবং প্রসার রোধের ফলপ্রসূ মাধ্যম হলো অর্থনৈতিক সাহায্য। ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ব্যতীত সাম্যবাদের প্রসার রোধ করা সম্ভব নয়, একথা মার্কিন সরকারের কর্ণধারগণ অনুভব করেছিলেন। এ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ ট্রুম্যান-নীতির প্রয়োগগত দিক।

১৯৪৭ এর ৫ জুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ সি মার্শাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে মার্কিন নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কোনো দেশ বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে নয়। এই নীতি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা এবং বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। এর লক্ষ হবে, বিশ্বে একটি সক্রিয় অর্থনীতির পুনরুত্থান। এর লক্ষ হবে এমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গড়ে তোলা, যেখানে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব। তাছাড়া তিনি ইউরোপকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার মার্কিন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মার্শালের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কিন- সোভিয়েত বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪৭- এর শেষদিকে এবং ১৯৪৮-এর প্রথমদিকে ১৬টি দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা হয়। চার বছরের জন্য তাদের ১৭ বিলিয়ন ডলার সাহায্যদানের চুক্তি হয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মার্শাল পরিকল্পনা চালু হয়। ইউরোপের ঐক্য সাধন ঐ পরিকল্পনার মাধ্যমেই শুরু হয়। হ্যারিম্যান- এর মতে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইউরোপের কমিউনিস্টদের প্রচণ্ড চাপ ছিল। মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা হয়।

কমিনফর্ম (Comminform) ও কমিকন (Comecon):

ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে "১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ারশতে পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দলগুলোর এক সম্মেলন ডেকে 'কমিউনিস্ট তথ্য ব্যুরো" (Communist Information Bureau, সংক্ষেপে Cominform)' প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সোভিয়েত আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে মস্কোতে 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ' ('Council for Mutual Economic Assistance', সংক্ষেপে COMECON) প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিকভাবে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং পরবর্তীতে পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া, এমনকি উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম এর সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

ব্রাসেলস চুক্তি:

পূর্ণ নাম: অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত স্ব-প্রতিরক্ষা চুক্তি
স্বাক্ষরিত: ১৭ মার্চ ১৯৪৮
কার্যকর: ২৫ আগস্ট ১৯৪৮
অবস্থান: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
স্বাক্ষরকারী: বেলজিয়াম, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য।

WARSAW PACT

- প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৪ মে ১৯৫৫ সালে।
- সদর দপ্তর : মস্কো, রাশিয়া।
- উদ্দেশ্য ছিল : পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের আগ্রাসন প্রতিহত করা।
- NATO এর পাল্টা জোট বলা হতো : WARSAW PACT কে।
- WARSAW PACT -এর মূলমন্ত্র ছিল: "Union of peace and socialism"
- WARSAW PACT বিলুপ্ত হয়: ১ জুলাই ১৯৯১

SEATO (South East Asia Treaty Organization)	
প্রতিষ্ঠা	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ সালে
অপর নাম	ম্যানিলো চুক্তি
উদ্দেশ্য	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিজম প্রসার রোধ করা
সদর দপ্তর	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
বিলুপ্ত	৩০ জুন, ১৯৭৭ সালে

CENTO (Central Treaty Organization)	
প্রতিষ্ঠা	২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ সালে
অপর নাম	বাগদাদ চুক্তি
সদর দপ্তর	আঙ্কারা, তুরস্ক
সদস্য	৫টি (ইরাক, ব্রিটেন, ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান) ইরাক প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হলেও ১৯৫৮ সালে এ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়
উদ্দেশ্য	মার্কিন নেতৃত্বে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন ও মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব হ্রাসকরণের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত।
বিলুপ্তি	১৬ মার্চ, ১৯৭৯ সালে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **WARSAW PACT কোন তত্ত্বের বিপরীতে গঠিত হয়েছিল?**
ক. সমাজতান্ত্রিক খ. পুঁজিবাদী
গ. মৌলবাদ ঘ. সংরক্ষণবাদ **খ**

২. **কোন জোটের বিপরীতে WARSAW PACT গঠিত হয়েছিল?**
ক. NATO খ. NAM
গ. AFRICOM ঘ. কোনোটিই নয় **ক**

৩. **WARSAW PACT এর সদর দপ্তর-**
ক. তুরস্ক খ. আলবেনিয়া
গ. রাশিয়া ঘ. ইউক্রেন **গ**

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (Vietnam War)

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিলো একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮২০ এর দশকে ভিয়েতনামে খ্রিস্টান মিশনারীদের আনাগোনা শুরু হয়। কিছুদিন পরেই ফরাসিরা আসে বাণিজ্য করতে। ফরাসিরা এসে ভিয়েতনামীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পাল্টে ফেলে। ১৯৪০ সালে জাপান ফ্রান্স-ইন্দোচীন দখল করে নেয়। হো চি মিন (Ho Chi Minh) এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীরা আন্দোলন শুরু করে জাপানের বিরুদ্ধে। হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতমিন বাহিনী জাপানিদের বিতাড়িত করে। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর হো চি মিন Democratic Republic of Vietnam এর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তবে ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফরাসি বাহিনী আবার ভিয়েতনামে ফিরে আসে এবং প্রথম ফ্রান্স-ইন্দোচীন যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে ফরাসিদের যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সহায়তা করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ভিয়েতনামকে সমর্থন দেয়। এর ফলে ভিয়েতনাম হতে ফরাসি সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে ভিয়েতনাম স্বাধীনতা অর্জন করে। SEATO (South East Asian Treaty Organization) চুক্তি হয় জেনেভা কনভেনশনের পর। সিয়াটো গঠিত হয়েছিলো ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট শক্তিকে বাধা দিতে।

১৯৭৩ সালে ভিয়েতনামে যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন সত্ত্বেও ভিয়েতনামে অপ্রতিসম যুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে তীব্রতর লড়াই শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং মিলে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করে নেয়। প্রায় ৫৮ হাজার মার্কিন সৈন্য মারা যায় এ যুদ্ধে।

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদের বিজয় লাভের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভিয়েতনাম পুনঃএকত্রীকরণ হয়। ১৯৭৬ সালের ২৪ জুন নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনামকে ঐক্যবদ্ধ বলে ঘোষণা করে। হ্যানয়কে রাজধানী করে পুনঃএকত্রীকরণ দেশের নতুন নাম দেয়া হয় Socialist Republic of Vietnam.

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **Duration of Vietnam War is form-**
ক. 1955 to 1973 খ. 1956 to 11967
গ. 1966 to 1977 ঘ. 1987 to 1989 **ক**

২. **উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম কত সালে একত্রিত হয়?**
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে **ঘ**

৩. **আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্টের সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত হয়?**
ক. লিন্ডন বি জনসন খ. রিচার্ড নিক্সন
গ. জিমি কার্টার ঘ. জন এফ কেনেডি **খ**

৪. **জাতিসংঘের কোন মহাসচিব ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসানে মধ্যস্থতা করেন?**
ক. দ্যাগ হ্যামরশ্লড খ. উ থান্ট
গ. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম ঘ. ট্রিগভে লি **খ**

৫. **ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?**
ক. ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি খ. সল্ট-২
গ. ডেটন চুক্তি ঘ. কোনোটিই নয় **গ**

আইজেনহাওয়ার মতবাদ:

আইজেনহাওয়ার হচ্ছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৫৭ সালে ঘোষণা করেন, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো রাষ্ট্র। বিশেষ করে রাশিয়ার সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো দেশ সাহায্যের আবেদন করলে মার্কিন সরকার সেই দেশের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী পাঠাবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই নীতি "আইজেনহাওয়ার মতবাদ" বা আইজেনহাওয়ার তত্ত্ব (Eisenhower Doctrine) নামে পরিচিত।

বার্লিন সংকট :

৫০ এর দশকের শেষ এবং ৬০ এর দশকের শুরুতে ইউরোপে স্নায়ুযুদ্ধের পুরনো কেন্দ্র বার্লিনে আবার নতুনভাবে উত্তেজনা শুরু হয়। এসময় সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ দাবি করতে থাকে যে, পশ্চিম বার্লিনকে পূর্ব জার্মানির নিকট হস্তান্তর করতে হবে। কারণ পশ্চিম বার্লিন ছিলো পূর্ব জার্মানির অভ্যন্তরে অবস্থিত। ১৯৫৮-৫৯ সালের দিকে এই দাবি ক্রমশ জোরালো হতে থাকে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৭ লাখ মানুষ পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিম বার্লিন হয়ে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যায়। যার অর্ধেকই আশ্রয় নেয় পশ্চিম জার্মানিতে। এদের অধিকাংশই ছিলো ডাক্তার, প্রকৌশলী ও অধ্যাপক। এর ফলে পূর্ব জার্মানিতে দক্ষ লোকবল কমে যেতে শুরু করে। এ সকল কারণে পূর্ব জার্মানির সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পশ্চিম জার্মানির চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে লোকজন পশ্চিম জার্মানিতে যেতে না পারে।

"১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালে বার্লিন সংকটের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আগস্ট মাসে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসন (Lyndon B. Johnson) বার্লিন সফর করেন এবং পশ্চিমা জাকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করেন। সোভিয়েত পরামর্শে পূর্ব জার্মান সরকার ১২ ও ১৩ আগস্টের রাতের মধ্যে পূর্ব জার্মান নাগরিকদের বহির্গমন রোধকল্পে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যবর্তী এক সিমেন্টের দেয়াল (Concrete Wall) গেঁথে তোলে। একে বার্লিন দেয়াল (Berlin Wall) বলা হয়।

পশ্চিম জার্মানির অধীন বার্লিন দেয়ালে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করা হয়। আর পূর্ব জার্মানির দেয়ালের দিকে No Mans Land করা হয়। এই বার্লিন দেয়াল শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালে পূর্ব জার্মানির মানুষ ভেঙ্গে ফেলে। স্নায়ু যুদ্ধের সময়ে কমিউনিস্ট শাসিত পূর্ব জার্মানি ২৮ বছরের বেশি সময় ধরে বিভক্ত করে রাখে বার্লিন নগরকে।

পশ্চিমা বিশ্বের মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বহুগুণে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে পূর্ব জার্মানি থেকে বার্লিন প্রাচীর অতিক্রম করতে গিয়ে রক্ষীদের গুলিতে দেয়ালেই অন্তত ১৩৬ জনের মৃত্যু হয়। সার্বিকভাবে পূর্ব জার্মানির স্থান থেকে পালিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রায় ৭০০ জনের মৃত্যু হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয় কবে?**
ক. ১৯৯৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
খ. ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর
গ. ১৯৮৯ সালের ১৯ নভেম্বর
ঘ. ১৯৯৮ সালের ৯ নভেম্বর **খ**

২. **আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানি একত্রিত হয়-**
ক. ২ অক্টোবর, ১৯৯০ খ. ৩ অক্টোবর, ১৯৯০
গ. ৪ নভেম্বর, ১৯৯০ ঘ. ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০ **খ**

৩. **বার্লিনের দেওয়াল কোন সালে নির্মিত হয়েছিল?**
ক. ১৯৪৬ খ. ১৯৪৮
গ. ১৯৬১ ঘ. ১৯৬২ **গ**

৪. **জার্মানির ঐতিহাসিক 'বার্লিন দেয়াল' কখন তৈরি করা হয়?**
ক. ১৯৪৯ সালের ২৩ মে খ. ১৯৬১ সালের ১৩ আগস্ট
গ. ১৯৬২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ঘ. ১৯৬৩ সালের ৩ জুন **খ**

৫. **বার্লিন প্রাচীর তৈরি করেছিল-**
ক. সাবেক পূর্ব জার্মানি খ. সাবেক পশ্চিম জার্মানি
গ. দুই জার্মানি একত্রে ঘ. রাশিয়া **ক**

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট (Cuban Missile Crisis)

১৯৫৯ সালে কিউবায় সমাজতন্ত্রি বিপ্লবীরা যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট স্বৈরশাসক বাতিস্তাকে উৎখাত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। 'কিউবা বিপ্লব' এর নেতৃত্ব দেন ফিদেল ক্যাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা। ক্যাস্ত্রোর আত্মজীবনী 'The Strategic Victory' তে ঘটনাবহুল 'কিউবা বিপ্লব' এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সমাজতান্ত্রিক সরকারকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। ১৯৬১ সালে মার্কিন প্রশাসন ভাড়াটে কিউবানদের দিয়ে কিউবার বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ('বে অব পিগস' অভিযান) চালায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৬২ সালে সোভিয়েতরা কিউবায় ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করে। ওই ক্ষেপনাস্ত্রগুলো দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে আঘাত হানা যেত। এতে যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা থেকে ক্ষেপনাস্ত্র প্রত্যাহারের দাবি জানায়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ দাবি প্রত্যাখ্যান করে ১৯৬২ সালের অক্টোবরে অস্ত্র শস্ত্র বোঝাই জাহাজ কিউবায় পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্র নৌ-অবরোধ আরোপ করে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ অস্ত্রবোঝাই সোভিয়েত জাহাজের গতিরোধ করে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় দুই পরাশক্তি। এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন কেনেডি আর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ। ১৩ দিন এই নৌ-অবরোধ বহাল ছিল। শেষ পর্যন্ত উভয় পরাশক্তি সংযম প্রদর্শন করায় পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?**
ক. রিচার্ড এম নিক্সন খ. জন এফ কেনেডি
গ. লিন্ডন বেইনস জনসন ঘ. হ্যারি এস ট্রুম্যান **খ**

২. **কিউবা ক্ষেপনাস্ত্র সংকট কোন সালে সংঘটিত হয়?**
ক. ১৯৫৯ খ. ১৯৬১
গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৬৪ **গ**

৩. **ফিদেল কাস্ত্রোর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?**
ক. The Strategic Victory
খ. The President of Missing
গ. Representative Government
ঘ. The Ministry of Utmost Happines **ক**

৪. **Which country does the great revolutionary 'Fidel Castro' belong to?**
ক. Argentina খ. USA
গ. Brazil ঘ. Poland **ক**

৫. **বিপ্লবী চে গুয়েভারা কোন দেশে নিহত হয়?**
ক. আর্জেন্টিনা খ. বলিভিয়ায়
গ. কিউবাতে ঘ. কলম্বিয়ায় **খ**

এককথায় প্রশ্ন ও উত্তর

১. **যুক্তরাষ্টের কোন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী White House Year রচনাকরেন?**
উ: কিসিঞ্জার

২. **স্নায়ু যুদ্ধ সম্পর্কিত 'বেলফোর ঘোষণা' কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত?**
উ: ইসরায়েল

৩. **সোভিয়েত অগ্রাসন মোকাবেলার জন্য ওয়েস্ট পয়েন্টে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের?**
উ: মেরিন একাডেমী

৪. **আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস উক্তিটি কার-**
উ: কার্ল মার্কস

৫. **That's on small step for man, one giant leap for mankind'**
উ: নীল আর্মস্ট্রং

৬. **'Ideal bureaucracy' ধারনাটি কার?**
উ: ম্যাক্স ওয়েবার

৭. **রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ভুমিকার কারণে নিচের কাকে 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' বলা হয়?**
উ: ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

৮. **'তাস' কোন দেশের সংবাদ সংস্থা-**
উ: রাশিয়া

৯. **প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল কোন দেশে?**
উ: ইংল্যান্ড

১০. **প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল কোন দেশে?**
উ: রাশিয়া

১১. **স্নায়ু যুদ্ধকালীন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ন্যাটো কোন ধরনের জোট?**
উ: সামরিক

১২. **সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের গর্বের প্রতীক পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথের নাম কি?**
উ: ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে

১৩. **কত সালের মধ্যে সোভিয়েত আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ?**
উ: ১৯৮৯

১৪. আলোচিত 'হোমস' শহর অবস্থিত কোথায় ?
উ: সিরিয়ায়

১৫. বিখ্যাত মার্শাল প্লানের উদ্ভাবক কে ?
উ: জন মার্শাল

১৬. বিখ্যাত ডয়েস প্লান এর জনক -
উ: মি. ডয়েস

১৭. সোভিয়েত অগ্রাসন মোকাবিলাতে ডোমিনো থিওরির জনক কে ?
উ: মি. ডালাস

১৮. সমাজতন্ত্রের জনক কে ?
উ: কার্ল মার্কস

১৯. আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয় কতসালে ?
উ: ১৯২২

২০. Persona-non-grata শব্দসমষ্টি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
উ: কূটনীতিকবিদ

২১. 'সোশ্যাল ডায়াগনোসিস' (Social diagnosis) বইটির প্রণেতা কে?
উ: Mary Richmond

২২. সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রতীক স্টেট ডুমা- কোন দেশের আইনসভা?
উ: রাশিয়া

২৩. সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রাণকেন্দ্র NASDAQ কোন দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত?
উ: নিউইর্য়ক

২৪. নিচের কোন রাষ্ট্রটি ১৯২২ সালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ৩টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি?
উ: ইউক্রেন

২৫. সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত রেড স্কয়ার কোথায় অবস্থিত?
উ: মস্কো

২৬. কোন দেশ আক্রমনের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনের শুরু হয়?
উ: আফগানিস্তান

২৭. বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ৫টি রাষ্ট্রের শীর্ষ দেশ?
উ: চীন

২৮. রাশিয়াতে রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন কে?
উ: লেনিন

২৯. ১৯৬২ সালে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপনাস্ত্র সংকটের মূলে ছিল কোন দেশ?
উ: কিউবা

৩০. ১৯৬১ সালে নিম্নের কোন দেশের ব্রডেনবার্গে বার্লিন প্রাচীর দেওয়ার কারণে আইরন কার্টেল বা লৌহ যবনিকার সুচনা হয়?
উ: জার্মানিতে

৩১. সমাজতন্ত্র বিপরীত বাজার ব্যবস্থায় একজন বিক্রেতা সাধারণভাবে একজন `Price taker' বিবৃতিটি কোন প্রকার বাজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
উ: মনোপলি প্রতিযোগিতামূলক বাজার

৩২. 'Ideal bureaucracy' ধারনাটি কার?
উ: ম্যাক্স ওয়েবার

৩৩. বিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদ কোথায় অবস্থিত কোথায় অবস্থিত?
উ: মস্কো

৩৪. স্নায়ু যুদ্ধকালীন কোন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে 'স্টিল ম্যাগনোলিয়া ' বলা হয়?
উ: মার্গারেট থ্যাচার

৩৫. কত সালে ইংল্যান্ডে 'দরিদ্র আইন' প্রণয়ন এর মাধ্যমে প্রাথমিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তুত হয়?
উ: ১৬০১

৩৬. কোন সম্মেলন থেকে ১৯৪৫ সালে স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়?
উ: ইয়াল্টা

৩৭. বিখ্যাত ড্যাস ক্যাপিটাল ও কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো গ্রন্থের লেখক কে?
উ: কার্ল মার্কস।

Teacher's Work

১. কোন সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয়? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ভিয়েতনাম সংকট খ. সাইপ্রাস সংকট
গ. কোরিয়া সংকট ঘ. প্যালেস্টাইন সংকট **উ: গ**

২. 'ডমিনো' তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল? [৩৫তম বিসিএস]
ক. নিকট প্রাচ্য খ. পূর্ব আফ্রিকা
গ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘ. পূর্ব ইউরোপ **উ: গ**

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল- [৩৫তম বিসিএস]
ক. কমিন্টার্ন খ. কমিনফর্ম
গ. কমেকন ঘ. কোনটিই নয় **উ: গ**

৪. কিউবায় ক্ষেপনাস্ত্র সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? [২৭তম বিসিএস]
ক. রিচার্ড এম নিক্সন খ. জন এফ কেনেডি
গ. লিন্ডন বেইনস জনসন ঘ. হ্যারি এস ট্রুম্যান **উ: খ**

৫. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন কোথায়, কবে অনুষ্ঠিত হয়? [২৫তম ও ১৭তম বিসিএস]
ক. হারারে, ১৯৮৯ খ. বেলগ্রেড, ১৯৬১
গ. জুন, ১৯৪৫ ঘ. ডিসেম্বর, ১৯৫৫ **উ: ক**

৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটটির নাম ছিল? [২৪তম বিসিএস]
ক. কমিন্টার্ন খ. কমিনফর্ম
গ. কমেকন ঘ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

৭. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয়?
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৬১ সালে **উ: ঘ**

৮. 'Cold War' হচ্ছে–
ক. যুদ্ধের নাম খ. শীতকালীন যুদ্ধ
গ. স্নায়ুযুদ্ধ ঘ. যুদ্ধবিরতী **উ: গ**

৯. উত্তর আটলান্টিক চুক্তির মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়?
ক. ন্যাম খ. ন্যাটো
গ. জাতিসংঘ ঘ. আইএমএফ **উ: খ**

১০. জর্জ কেনান মার্কিন কূটনীতির ক্ষেত্রে কেন প্রসিদ্ধ?
ক. কূটনীতির নতুন ধারণা দেন
খ. 'Containment Doctrine'- এর প্রবক্তা
গ. Detente প্রক্রিয়ার কর্ণধার
ঘ. নিবারক তত্ত্বের জন্মদাতা **উ: খ**

১১. নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (NATO) কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ খ. ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৪
গ. ২৬ মে, ১৯৫৫ ঘ. ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ **উ: ক**

১২. পশ্চিম ইউরোপে 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' কবে ঘোষণা করা হয়?
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৪৯
গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৫২ উ: ক

১৩. বেনেলাক্স কত সালে গঠিত হয়েছিল?
ক. ১৯৪৮ খ. ১৯৫০
গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৫২ উ: ক

১৪. ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়সীমা-
ক. ১৯৫৫ - ১৯৭৩ খ. ১৯৫৬ - ১১৯৬৭
গ. ১৯৬৬ - ১৯৭৭ ঘ. ১৯৮৭ - ১৯৮৯ উ: ক

১৫. আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্টের সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত হয়?
ক. লিন্ডন বি জনসন খ. রিচার্ড নিক্সন
গ. জিমি কার্টার ঘ. জন এফ কেনেডি উ: খ

১৬. ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক. ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি খ. সল্ট-২
গ. ডেটন চুক্তি ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

১৭. চে গুয়েভারা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. বলিভিয়া খ. আর্জেন্টিনা
গ. কিউবা ঘ. মেক্সিকো উ: খ

১৮. চে গুয়েভারা ছিলেন-
ক. বলিভিয়ার বিপ্লবী নেতা খ. পপ সংগীত শিল্পী
গ. কিউবার বিপ্লবী নেতা ঘ. উরুগুয়ের লেখক উ: গ

১৯. বিপ্লবী চে গুয়েভারা কোন দেশে নিহত হয়?
ক. আর্জেন্টিনা খ. বলিভিয়ায়
গ. কিউবাতে ঘ. কলম্বিয়ায় উ: খ

২০. ফিদেল ক্যাস্ট্রো কোন দেশের নেতা?
ক. কিউবা খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. ব্রাজিল ঘ. পোল্যান্ড উ: ক

২১. ফিদেল ক্যাস্ট্রোর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?
ক. The Strategic Victory
খ. The President of Missing
গ. Representative Government
ঘ. The Ministry of Utmost Happines উ: ক

২২. কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
ক. রিচার্ড এম নিক্সন খ. জন এফ কেনেডি
গ. লিন্ডন বেইনস জনসন ঘ. হ্যারি এস ট্রুম্যান উ: ক

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. লৌহপর্দা শব্দগুচ্ছ কোন রাষ্ট্রনায়ক ব্যবহার করেন?
ক. চার্চিল খ. রুজভেল্ট
গ. জর্জ ওয়াশিংটন ঘ. ট্রুম্যান উ: ক

২. ANZUS কোন ধরনের সংগঠন?
ক. অর্থনৈতিক খ. রাজনৈতিক
গ. আঞ্চলিক ঘ. সামরিক উ: ঘ

৩. ANZUS গঠিত হয়-
ক. Australia, New Zeland
খ. America, New Zeland United Kindom and Switzerland
গ. Austraia, New Zeland and United State
ঘ. Austraia, New Zeland, Uruguay and South Africa উ: গ

৪. হো চি মিন নগরের পূর্ববর্তী নাম কি ছিল?
ক. চিলি খ. কানাডা
গ. কিউবা ঘ. পানাম উ: গ

৫. চে গুয়েভারা-
ক. ডাক্তার ও গেরিলা যোদ্ধা খ. গেরিলা যোদ্ধা
গ. কবি ও ঔপন্যাসিক ঘ. নোবেল বিজেতা উ: ক

৬. কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সংকট হয়-
ক. ১৯৫৯ খ. ১৯৬১
গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৬৪ উ: গ

৭. কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
ক. রিচার্ড এম নিক্সন খ. জন এফ কেনেডি
গ. লিন্ডন বেইনস জনসন ঘ. হ্যারি এস ট্রুম্যান উ: খ

৮. আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্টের সময় ভিয়েতনমান যুদ্ধ সমাপ্ত হয়?
ক. লিন্ডন বি জনসন খ. রিচার্ড নিক্সন
গ. জিমি কার্টার ঘ. জন এফ কেনেডি উ: খ

৯. ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক. ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি খ. সল্ট-২
গ. প্যারিস শান্তি চুক্তি ঘ. ডেটন চুক্তি উ: গ

১০. বার্লিন প্রাচীর তৈরি করেছিল?
ক. সাবেক পূর্ব জার্মানি খ. সাবেক পশ্চিম জার্মানি
গ. দুই জার্মানি একত্রে ঘ. রাশিয়া উ: ক

১১. যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্টের সময় নক্ষত্র যুদ্ধ প্রোগ্রাম শুরু হয়?
ক. রিচার্ড নিক্সন খ. জিমি কার্টার
গ. রোনাল্ড রিগ্যান ঘ. জর্জ বুশ উ: গ

Self Study

১. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভাচেভ ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন?
ক. ১৯৮৫ সালে খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯০ সালে

২. কার সম্বন্ধে মার্গারেট থ্যাচার উক্তি করেন যে, "এই লোকের সাথে আমরা কাজ করতে পারি"?
ক. হেনরি কিসিঞ্জার খ. চৌ এন লাই
গ. নিকিতা ক্রুসচেভ ঘ. মিখাইল গর্ভাচেভ

৩. 'গ্লাসনস্ত'-এর অর্থ কী?
ক. সমাজতন্ত্রের সংগঠন
খ. সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান
গ. খোলামেলা আলোচনা
ঘ. সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান

৪. 'গ্লাসনস্ত নীতি' কোন দেশে চালু হয়েছিল?
ক. চীন খ. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
গ. হাঙ্গেরি ঘ. পোল্যান্ড

৫. কার নেতৃত্বে গ্লাসনস্ত বাস্তবায়িত হয়?
ক. মিখাইল গর্বাচেভ খ. প্রেসিডেন্ট বুশ
গ. স্টালিন ঘ. ব্রেজনেভ

৬. পেরেস্ত্রইকা এর উদ্ভাবক কে?
ক. প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন
খ. প্রেসিডেন্ট বুশ
গ. মিখাইল গর্বাচেভ
ঘ. বরিস ইয়েলৎসিন

৭. রাশিয়ার কোন প্রেসিডেন্ট দেশে অবাদে জমি কেনা-বেচার অনুমোদন দিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন?
ক. ক্রুশ্চেভ খ. ব্রেজনেভ
গ. গর্বাচেভ ঘ. বরিস ইয়েলৎসিন

৮. কোনটি বিলুপ্ত হয়েছে?
ক. ওয়ারশ প্যাক্ট খ. ন্যাটো
গ. নাফটা ঘ. অ্যাপেক

৯. সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে কতটি দেশ হয়েছে?
ক. ১২ খ. ১৩
গ. ১৪ ঘ. ১৫

১০. USSR বিলুপ্ত হয় কবে?
ক. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০ খ. ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১
গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ ঘ. ৩১ জানুয়ারি, ১৯৯১

১১. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়?
ক. ১৯৯০ সনে খ. ১৯৯১ সনে
গ. ১৯৯৩ সনে ঘ. ১৯৯৭ সনে

১২. সিআইএস এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক. মস্কোতে খ. বাকুতে
গ. মিনস্কে ঘ. দুশানবে

১৩. CIS বা কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস- এর সদস্য সংখ্যা কত?
ক. ১৪ খ. ১২
গ. ১১ ঘ. ৯

১৪. কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস গঠিত হয়েছে?
ক. সাবেক ব্রিটিশ কলোনিসমূহ নিয়ে
খ. ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো নিয়ে
গ. এশিয়া ও আফ্রিকার জাতি-রাষ্ট্র এর সমন্বয়ে
ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে

১৫. কোন দেশটি কমনওয়েলথ অফ ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস এর সদস্য রাষ্ট্র?
ক. পোল্যান্ড খ. তাজাকিস্তান
গ. উজবেকিস্তান ঘ. আফগানিস্তান

Biddabari your success benchmark

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	খ	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	খ
১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ										

Class Exam

১. **কার সম্বন্ধে মার্গারেট থ্যাচার উক্তি করেন যে, "এই লোকের সাথে আমরা কাজ করতে পারি"?**
ক. হেনরি কিসিঞ্জার খ. চৌ এন লাই
গ. নিকিতা ক্রুসচেভ ঘ. মিখাইল গর্ভাচেভ

২. **রাশিয়ার কোন প্রেসিডেন্ট দেশে জমি কেনা-বেচার অনুমোদন দিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন?**
ক. ক্রুশ্চেভ খ. ব্রেজনেভ
গ. গর্বাচেভ ঘ. বরিস ইয়েলৎসিন

৩. **কোনটি বিলুপ্ত হয়েছে?**
ক. ওয়ারশ প্যাক্ট খ. ন্যাটো
গ. নাফটা ঘ. অ্যাপেক

৪. **USSR বিলুপ্ত হয় কবে?**
ক. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০ খ. ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১
গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ ঘ. ৩১ জানুয়ারি, ১৯৯১

৫. **কোন সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয়?**
ক. ভিয়েতনাম সংকট খ. সাইপ্রাস সংকট
গ. কোরিয়া সংকট ঘ. প্যালেস্টাইন সংকট

৬. **'ডমিনো' তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল?**
ক. নিকট প্রাচ্য খ. পূর্ব আফ্রিকা
গ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘ. পূর্ব ইউরোপ

৭. **আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন কত সালে বিলুপ্ত করা হয়?**
ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯১ ঘ. ১৯৯৪

৮. **নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ খ. ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৪
গ. ২৬ মে, ১৯৫৫ ঘ. ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

৯. **ইউক্রেন কবে স্বাধীন হবে?**
ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৯২ সালে
গ. ১৯৯১ সালে ঘ. ১৯৮৬ সালে

১০. **বার্লিন প্রাচীর তৈরি করেছিল?**
ক. সাবেক পূর্ব জার্মানি
খ. সাবেক পশ্চিম জার্মানি
গ. দুই জার্মানি একত্রে
ঘ. রাশিয়া
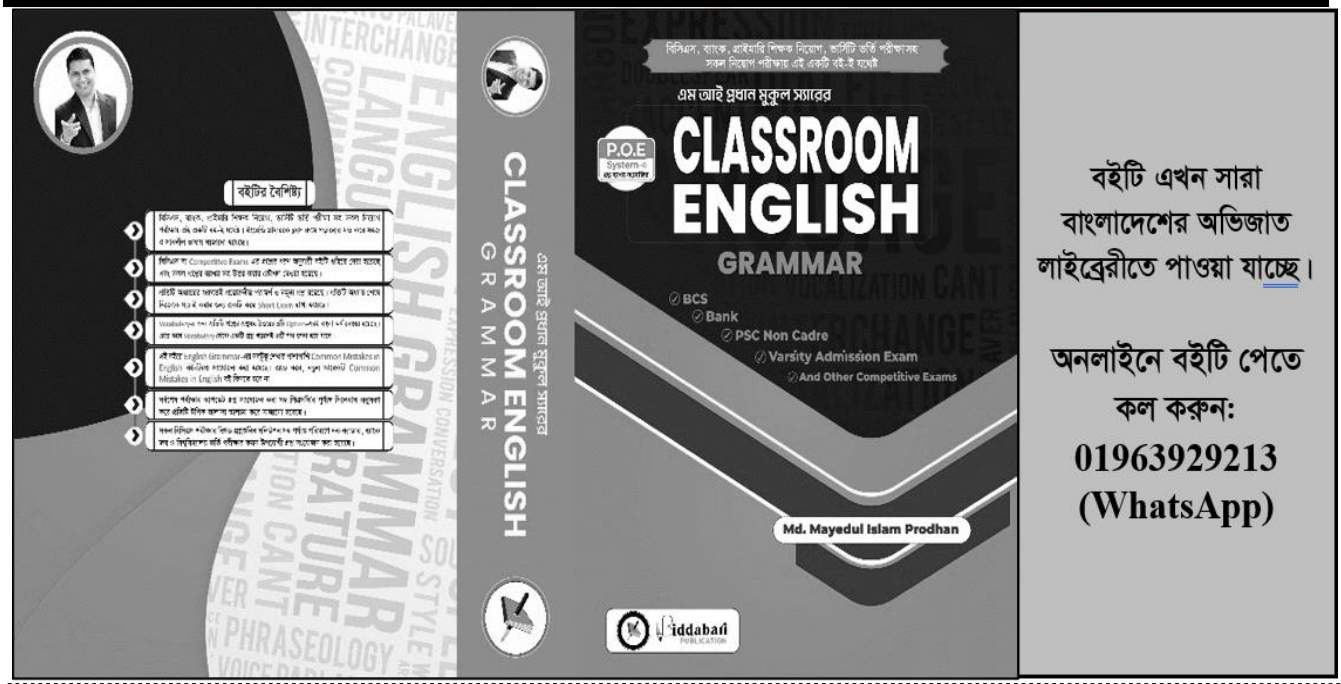
এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।